ই-কমার্স ভিউ

e-commerceview.com

e-Commerce Association of Bangladesh

Monday, March 7, 2016 1st Year, 4th Issue

www.e-cab.net facebook.com/eCommerceAB facebook.com/groups/eecab

B-Kgvm©bxwZgvjv cÖYq‡bi Z_¨cÖhyw³ gš¿x AvnŸvb

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) কার্যনির্বাহী পরিষদের নবনির্বাচিত কমিটি। সৌজন্য সাক্ষাতে ই-ক্যাব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের ই-কমার্স সেক্টরে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও ই-ক্যাবের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। জুনাইদ আহমেদ পলক ই-ক্যাব কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান। এসময় তিনি ই-ক্যাব নীতিমালা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে নেতৃবৃন্দকে আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুল ওয়াহেদ তমাল, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক, ডিরেক্টর (গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স) মো: আরিফুল হাই রাজীব, ডিরেক্টর (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স) তানভির এ মিশুক, ডিরেক্টর নাছিমা আক্তার ও আফজাল হোসেন প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

B-K¨ve cÖ¯Ívebvq GdwewmwmAvB‡Z f¨vU

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ই-ক্যাবের প্রস্তাবনায় এফবিসিসিআইয়ে ভ্যাট নিয়ে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ই-ক্যাবের পক্ষ থেকে ই-কমার্স খাতকে ভ্যাটমুক্ত রাখার ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করা হয়। সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে গত বছরের মতো এবছরের বাজেটেও ই-কমার্সকে ভ্যাটমুক্ত রাখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়। ই-কমার্স উদ্যোক্তাদের জন্য এটা একটা সুসংবাদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের ই-কমার্স স্ট্যান্ডিং কমি-টির চেয়ারম্যান ও ই-ক্যাবের উপদেষ্টা মোহাম্মাদ ইকবাল জামাল, ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ এবং অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক।

ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরামের যাত্রা শুরু

তরুণ প্রজন্মকে ই-কমার্সে আগ্রহী করতে যাত্রা শুরু করল 'ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরাম'। সম্প্রতি রাজধানীর ফ্রেপড অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রম শুরু করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতি শামীম আহসান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনাময় ই-কমার্স খাত। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ইতোমধ্যেই এই খাতের বার্ষিক লেনদেন ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় খাত হবে ই-কমার্স।'

ফোরামের সদস্যপদ সম্পর্কিত প্রশ্নে ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ বলেন, 'ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরামে যেকোনো তরুণ যোগ দিতে পারবে। এতে কোনো মেম্বারশিপ ফি লাগবে না। এখানে ভবিষ্যৎ ই-কমার্স উদ্যোক্তা তৈরি, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তির নানা বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে।'

ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি আসিফ আহনাফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেসি আই বাংলাদেশের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাখাওয়াত হোসেন মামুন, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সভাপতি রাজিব আহমেদ , সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াহেদ তমাল ও অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক। এছাড়া অনুষ্ঠানে ই-ক্যাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (ছবি-পৃষ্ঠা-৪)

B-K¨ve Kvh©Kix cwil` wbe©vP‡bi dj †NvlYv

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ ই-ক্যাব কার্যালয়ে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) কার্যকরী পরিষদের প্রথম নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করে নির্বাচন বোর্ড। নির্বাচন বোর্ডের এক প্রতিনিধি দল নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে ২০১৬-১৮ সালের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। (বাকি অংশ, পৃষ্ঠা-৪)

ivwRe Avn‡g` (mfvcwZ)

†iRI qvbyj nK Rvgx (mn-mfvcwZ)

†gv: Avãyj I qvn` Zgvj (mvaviY m¤úv`K)

†gvnv¤§` Avãyj nK (A_© m¤úv`K)

†mRvb mvgyi (myMvaviY m¤úv`K)

†gv: Awidyj nvB ivRxe (Kvh©wbe©vnx cwiPvjK)

bvwQgv Av³vi (Kvh©wbe©vnx cwiPvjK)

†gv: AvdRvj †nv‡mb (Kvh©wbe©vnx cwiPvjK)

Zvbfxi Avn‡g` wgkyK (Kvh©wbe©vnx cwiPvjK)

ই-কমার্স ভিউ

e-commerceview.com

e-CAB

e-Commerce Association of Bangladesh

Monday, March 7, 2016 1st Year, 4th Issue

www.e-cab.net facebook.com/eCommerceAB facebook.com/groups/eecab

ই-ক্যাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)-এর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর জাতীয় মহিলা সংস্থার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সভায় ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুল ওয়াহেদ তমাল, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক সহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ই-ক্যাব সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ তমাল ই-ক্যাবের ২০১৫ সালের কর্মকান্ডের বিবরণী এবং অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন। পেশকৃত এসব প্রতিবেদনের ওপর সভায় উপস্থিত উল্ল্যেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য আলোচনায় অংশ নেন ও গুরত্বপূর্ণ মতামত দেন।

সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ই-কমার্স খাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে এবং সে বিষয়ে সরকারের সঙ্গে ই-ক্যাবের সম্পৃক্তরা আরও জোরদার করতে সদস্যরা আহ্বান করেন। সভায় ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ বলেন, "প্রথম বছরটি আমাদেরকে বেশি নজর দিতে হয়েছে ঘর গোছাতে যা আমরা শেষ করে এনেছি, আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানির অনুমোদন পেয়েছি এবং সর্বশেষ আমরা এফবিসিসিআইয়ের সদস্যপদ লাভ করেছি। আমরা দেশের সব আইনি বাধ্যবাধকতা পুরন করেছি বিধায় ই-কমার্সের উন্নয়নে ই-ক্যাব নতুন বছরে আরো জোরালো ভুমিকা রাখতে পারবে বলে আমি আশাবাদী "। অনুষ্ঠানে ই-ক্যাবের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকে অংশ নেন। সভায় ই-কমার্স খাতের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন ই-ক্যাব সদস্যরা।

এসএসএল ওয়্যারলেসকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পিএসও লাইসেন্স প্রদান

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তর অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার শপ লিমিটেডকে (যা এসএসএল ওয়্যারলেস নামে সর্বাধিক পরিচিত) গত ২৫ জানুয়ারি পিএসও (পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর) লাইসেন্স দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সফটওয়্যার শপ লিমিটেডের অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা এসএসএল কমার্জ নামে বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম রেগুলেশন (বিপিএসএসআর) ২০১৪-এর অধীনে এই লাইসেন্স দেয়া হয় এবং ই-কমার্স লেনদেন সম্পাদনে এসএসএল কমাজ গেটওয়ের মাধ্যমে ই-মার্চেন্টদের সেবা দেয়ার জন্য পিএসও হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ও ডাচ-বাংলা ব্যাংকের সহায়তায় ২০১০ সালে বাংলাদেশের অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা খাতে প্রথম নাম লেখায় এসএসএল কমার্স এবং সেই থেকে এ দেশে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ই-কমার্স শিল্প। শুরু থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলিতভাবে মার্চেন্ট পেমেন্ট সেবা দেয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এসএসএল কমার্জ। তখন থেকেই এ দেশের ই-কমার্স সেক্টরের উন্নয়নে পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করছে এসএসএল ওয়্যারলেস। বিগত ৬ বছরে বাংলাদেশে ই-কমার্স শিল্পের প্রতি সচেতনতা তৈরিতে এসএসএল ওয়্যারলেস ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, বেসিস, ই-কমার্স অ্যালায়েন্স, ই-ক্যাব, ভিসা এবং বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির উন্নয়নে এ দেশের আর্থিক লেনদেনের গতি-প্রকৃতি বদলে গেছে অনেকটাই। গত ৬ বছরে এসএসএল কমার্জের ৬শ'র বেশি মার্চেন্ট সেকথাই প্রমাণ করে সন্দেহাতীতভাবে। এয়ারলাইন্স, হসপিটাল, আইএসপি, গ্রোসারি শপ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং পোর্টাল, টেলিকম অপারেটর, ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেট বিল পেমেন্ট, ইউটি-লিটি বিল পেমেন্ট ইত্যাদি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ই-কমার্সমুখী করতে পারা ছিল উক্ত শিল্পে এসএসএল কমার্জের এক বিপ্লব। আর এই কঠিন ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় সবসময়ই নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সবার মিলিত প্রচেষ্টার সফল পরিণতি পরিলক্ষিত হয় যখন তরুণ প্রজন্মের অল্প পুঁজি নিয়ে অনলাইনে ব্যবসায় শুরুর হার বৃদ্ধি পায়, বাংলাদেশের কর্মবাজারে উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সাধারণ মানুষ অনলাইনে লেনদেন ও কেনাকাটা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, যেখানে গত ৫ বছর আগেও এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএসএল ওয়্যারলেসকে পিএসও লাইসেন্স প্রদান একটি মাই-লফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, এর ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ই-কমার্স শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে নতুন নতুন পেমেন্ট সলিউশন ও সার্ভিসের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে, যার সুফল পাবে এসএসএল কমার্জের প্রত্যেকটি মার্চেন্ট, ক্লায়েন্ট থেকে শুরু করে সারাদেশের ই-কমার্স শিল্প। যেকোনো বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন– www.sslcommerz.com-এ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

করমুক্ত সহ ই-ক্যাবের ৪ সুপারিশ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) খাতভিত্তিক বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ :

- ই-কমার্স খাত থেকে ২০২৫ সাল অবধি সব ধরনের ট্যাক্স মওকুফ করতে হবে।
- ই-কমার্সে লেনদেনের ওপর সব ধরনের ব্যাংকিং চার্জ ১ শতাংশের নিচে করতে হবে।
- ই-কমার্সের জন্য ট্রেড লাইসেন্স ফি ৩ হাজার টাকার নিচে করতে হবে।
- শুধু অনলাইন লেনদেনের ওপর ২০২৫ সাল অবধি সব ধরনের ভ্যাট মওকুফ করতে হবে।

ই-ক্যাব, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের মাধ্যমে এসব সুপারিশ বাংলাদেশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। ই-ক্যাব মনে করে, বাংলাদেশে ই-কমার্স খাতকে এগিয়ে নিতে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী। আগামী বাজেটে উপরোক্ত সুপারিশগুলোর প্রতিফলন থাকবে বলে ই-ক্যাব আশা প্রকাশ করছে।

ই-ক্যাব উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ গার্ডেনিয়া ব্রাজিলিয়ান গ্রিল রেস্টুরেন্টে ই-ক্যাব উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান, বানিজ্য সচিব আব্দুল মান্নান, জাতীয় মহিলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর মমতাজ বেগম, তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার এবং এসোসিও' র চেয়ারম্যান আব্দুলাহ এইচ কাফি । সভায় উপদেষ্টারা ই-ক্যাবের কার্যক্রমে গতি আনার জন্য নানা পরামর্শ দেন।

ই-কমার্স ভিউ

e-commerceview.com

e-CAB

e-Commerce Association of Bangladesh

Monday, March 7, 2016 1st Year, 4th Issue

www.e-cab.net facebook.com/eCommerceAB facebook.com/groups/eecab

ই-ক্যাব এ্যালবাম

এফবিসিসিআই ই-কমার্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিরেক্টর ইন চার্জ, জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদকে শুভেচ্ছা জানায় ই-ক্যাব

ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরামে আগত দর্শকদের একাংশ

জেসিআই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শাখাওয়াত হোসেন মামুনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে ই-ক্যাব প্রতিনিধি দল

ই-ক্যাব বার্ষিক সাধারন সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ই-ক্যাব ক্রিকেট ফেস্টিভ্যালে অংশ নেয়া দুই দল

ডেলিভারি সার্ভিস নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার

পেইজা আয়োজিত অনলাইন পেমেন্ট শীর্ষক অনুষ্ঠানে ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ

নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ

EVERYDAY
HOT DEALS

dinratri.com
anything everywhere
www.dinratri.com

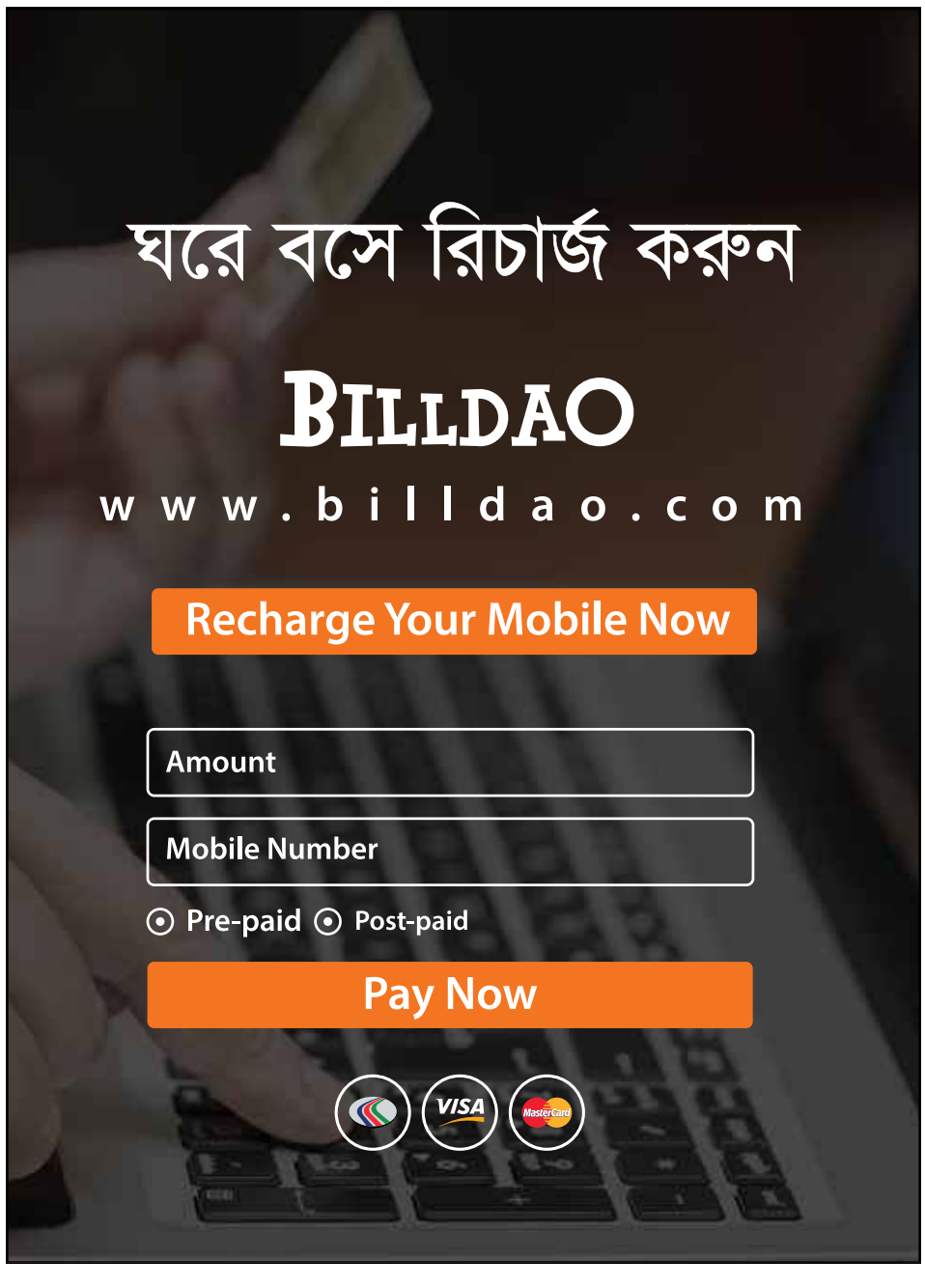

ই-কমার্স ভিউ
e-commerceview.com

e-CAB
e-Commerce Association of Bangladesh

Monday, March 7, 2016 1st Year, 4th Issue

www.e-cab.net facebook.com/eCommerceAB facebook.com/groups/eecab

ই-ক্যাবের বার্ষিক পরিকল্পনা

০১. ই-কমার্স মাস
দেশের ই-কমার্স খাতকে সর্বত্র বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতি বছরের এপ্রিল মাস 'ই-কমার্স মাস' হিসেবে উদযাপন করা এবং ৭ এপ্রিল ই-কমার্স দিবস পালন করা হয়, যাতে মাস জুড়ে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন অফার ডিসকাউন্টের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানকে এবং সর্বোপরি পুরো ই-কমার্স খাতের উন্নয়নে ও প্রসারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

০২. পলিসি ডায়ালগ
দেশের ই-কমার্স খাতের বেশ কিছু দৃশ্যমাণ সমস্যার ওপর পলিসি ডায়ালগ আয়োজন করা এই মুহূর্তে অতীব জরুরী। এই খাতে বিরাজমান সমস্যাগুলো বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের সাথে বসে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে অল্প সময়ে কার্যকর সমাধান বের করে আনা সম্ভব। ই-সিকিউরিটি, পণ্যের কোয়ালিটি, কাস্টমার সার্ভিস, অনলাইন লেনদেনে ক্রেতার আস্থা, সরকারি পর্যায়ে ই-কমার্সকে আরও অন্তর্ভুক্ত করা, গণসচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে পলিসি ডায়ালগ করা হবে।

০৩. দক্ষিণ এশিয়া ই-কমাস সামিট
ই-কমার্স খাতকে দেশের বাইরে বর্ধিত করতে এবং বৈদেশিক ই-কমার্সের বাজার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে এ বছরের মধ্যে ঢাকায় 'দক্ষিণ এশিয়া ই-কমার্স সামিট' আয়োজন করা হবে।

০৪. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্কশপ
ই-কমার্স খাতে দক্ষ কর্মী এবং নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।

০৫. ই-কমার্সের ওপর রিসার্চ
যত দ্রুত সম্ভব ই-ক্যাব থেকে ই-কমার্সের ওপর একটি রিসার্চ টিম গঠন করে রিসার্চ শুরু করা অতীব জরুরী, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ই-কমাসের বর্তমান চিত্র উঠে আসবে।

০৬. ই-কমার্স আইডিয়া কনটেস্ট
ই-কমার্সে নতুন নতুন বিজনেস আইডিয়া উদ্ভাবন করার জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য এবছরের মধ্যে একটি ই-কমার্স আইডিয়া কনটেস্টের আয়োজন করা হবে।

০৭. ই-কমার্স ডিরেক্টরি
মার্কেটের পরিধি এবং আকার সম্পর্কে একটি পরিষ্কার তথ্য পেতে হলে এবছরের মধ্যেই একটি ই-কমার্স ডিরেক্টরি তৈরি করা জরুরী।

০৮. ই-কমার্স নিউজলেটার
ই-কমার্সের প্রতিমাসের শীর্ষ খবরগুলোকে সবার মাঝে পৌঁছে দিতে এবছরের শুরু থেকেই নিয়মিতভাবে ই-কমার্স নিউজলেটার প্রকাশ করা হবে ।

০৯. টিভি এবং রেডিও অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া
ই-ক্যাব, ই-কমার্সের বার্তা এবং প্রচার দেশের সব জনগণের মধ্যে জড়িয়ে দিতে নিয়মিত বিভিন্ন টিভি এবং রেডিও স্টেশনে বিভিন্ন ই-কমার্স শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া খুবই জরুরী।

১০. অফিস সেক্রেটারিয়েট
এবছরের মধ্যেই ই-ক্যাব সেক্রেটারিয়েটে যোগ্য লোক নিয়োগের পাশাপাশি তা বর্ধিত করা খুবই জরুরী।

১১. সরকারের সাথে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি
ই-ক্যাবের সামর্থ্য এখনও খুবই সীমিত। তাই বড় ধরনের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি এই মুহূর্তে ই-ক্যাবের একার পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকারের সাথে একত্রিত হয়ে এধরনের কর্মসূচি আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. ই-কমার্স মেলা
মেলা যেকোনো প্রচারণার জন্য খুবই কার্যকর একটি মাধ্যম। কাজেই সারা দেশে ই-কমার্স উদ্যোক্তাদের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন মেলার আয়োজন করে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের মধ্যে ই-কমার্সের প্রচারের বার্তা পৌঁছে দেয়া খুবই সহজ।

১৩. অর্থসংগ্রহ কর্মসূচি
ই-ক্যাবের ফান্ড বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ফান্ড রেইজিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

১৪. ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরাম
ই-কমার্সে আগ্রহী তরুণদের জন্য 'ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরাম' নামে একটি প্লাটফর্ম গঠন করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশ নেয়ার মাধ্যমে ইয়ুথ ফোরামকে সক্রিয় রাখা।

১৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
দেশের ই-কমার্সের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবছরের মধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সুসম্পর্ক জোরদার করতে হবে। এর ফলে দেশি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৬. ই-কমার্স হ্যাকাথন
দেশের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্যিক এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটি অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এ বছরের মধ্যে একটি ই-কমার্স হ্যাকাথনের আয়োজন করা হবে।

১৭. আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়া
দেশের ই-কমার্স খাতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এবং ই-ক্যাবের প্রচার বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিতে যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সামিটসহ অন্যান্য কর্মসূচিতে ই-ক্যাবের অংশ নেয়া।

১৮. নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন
ই-কমার্সে নারীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নারীদের সাবলম্বী করার লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন কর্মশালাসহ দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেয়া।

১৯. বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশ নেয়া
যেহেতু মানুষ বিনোদন প্রিয়, কাজেই সব ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি নিয়মিত ই-কমার্সের মোড়কে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা।

২০. বার্ষিক সাধারণ সভা
সারা বছরের সব ধরনের কার্যক্রমের হিসাব, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং রিপোর্ট ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা এবং কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের অবহিত করতে ও মতামত নেয়ার জন্য বছর শেষে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা।

ই-ক্যাবের প্রথম বছর উদযাপন

ই-ক্যাবের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ধানমণ্ডির স্টার কাবাব অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৪ সালের ৮ নভেম্বর প্রেসক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল ই-ক্যাব। পুরো অনুষ্ঠানটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে ছিল ই-ক্যাব সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় ই-ক্যাব সদস্যরা এক বছরে তাদের নিজের অর্জন, সফলতা, ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেন। দ্বিতীয় অংশে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেন সমীকরণ ব্যান্ডের সদস্য ও ই-ক্যাবের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ই-ক্যাবের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মোস্তাফা জব্বার, আবদুল্লাহ এইচ কাফিসহ অনেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ই-ক্যাবের যুগ্ম সম্পাদক রেজওয়ানুল হক জামী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক, ডিরেক্টর গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স মো: আরিফুল হাই রাজীব, ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স তানভির এ মিশুক, ডিরেক্টর কমিউনিকেশন আসিফ আহনাফ। আবদুল্লাহ এইচ কাফি ই-ক্যাব নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'ই-ক্যাব ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে তাদের স্বার্থ আদায়ে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'ই-ক্যাব সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর সাথে সাথে তাদের গুণগতমান বাড়াতেও সচেষ্ট থাকবে বলে আমি আশাবাদী।' মোস্তাফা জব্বার তার বক্তব্যে বলেন, 'এক সময় শুধু কমার্স বলে কিছু থাকবে না আর ই-কমার্সই কমার্সের জায়গা দখল করে নেবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আশাবাদী একসময় বাংলাদেশে এফবিসিসিআইয়ের মতো ফেডারেশন অব ই-কমার্সও গঠিত হবে।' তিনি এরপর ই-ক্যাবের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন। ই-ক্যাব সভাপতি রাজিব আহমেদ বলেন, 'গত এক বছর ধরে ই-ক্যাব বাংলাদেশের ই-কমার্স উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রথম বছর আমাদেরকে ঘর গোছাতে বেশি সময় দিতে হয়েছে। ই-ক্যাব এখন বাংলাদেশের সব ধরনের আইনি ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো একটি অ্যাসোসিয়েশন। নির্বাচনের পর থেকে ই-ক্যাব এর সদস্যদের কল্যাণে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করবে।'

খবরঃ ১ম পৃষ্ঠা

ই-ক্যাব ইয়ুথ ফোরামের যাত্রা শুরু

ই-ক্যাব কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা

১ম পৃষ্ঠার পর

ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) প্রতিষ্ঠার পর এটিই প্রথম নির্বাচন। নির্বাচনে ৯টি পদে ৯জন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করেন এবং অতিরিক্ত প্রার্থী আবেদন না করায় এই ৯ প্রার্থীই চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। তারা হলেন–রাজিব আহমেদ (সভাপতি), রেজওয়ানুল হক জামী (সহ সভাপতি), মো: আব্দুল ওয়াহেদ তমাল (সাধারণ সম্পাদক), সেজান সামস (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক), মোহাম্মদ আব্দুল হক (অর্থ সম্পাদক), মো: আরিফুল হাই রাজীব (কার্যনির্বাহী পরিচালক), মো: আফজাল হোসেন (কার্যনির্বাহী পরিচালক), তানভীর আহমেদ মিশুক (কার্যনির্বাহী পরিচালক) ও নাছিমা আক্তার (কার্যনির্বাহী পরিচালক)।

নির্বাচন বোর্ড এবং আপিল বোর্ডের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল ই-ক্যাব কার্যালয়ে উপস্থিত সদস্যদের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবৎ ই-ক্যাবের বিদায়ী অ্যাডহক কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম, সফলতা এবং কৃতিত্বের জন্য তাদেরকে সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর ফুল দিয়ে নবনির্বাচিত পরিষদকে বরণ করে নেয়া হয়।